"আগেয়া"

শ্রীমতী অলকনন্দা মুখার্জী। 22-8-40.

আলেয়া

এস, আর, হেমাদের

প্রযোজনায়

—নিউ সেঞ্চুরী প্রোডাক্‌সন্সের অভিনব চিত্র নিবেদন—

"হৃদয়ের সুর দিয়ে নামটুকু ডাকা,
অকারণে কাছে এসে হাতে হাত রাখা—
দূরে গেলে একা বসে মনে মনে ভাবা,
কাছে এলে দুই চোখে কথা-ভরা আভা ;
তাহারে জড়ায়ে ঘিরে,
ভরিয়া তুলিব ধীরে
জীবনের ক'দিনের কাঁদা আর হাসা,
.........এই ছিল আশা।"

—রবীন্দ্রনাথ।

পরিবেশক

এম্পায়ার টকি ডিষ্ট্রিবিউটার্স

শিল্পী-সঙ্ঘ

কাহিনী	...	নবেন্দু সুন্দর
সংলাপ	...	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
গীতিকার	...	প্রণব রায়
সঙ্গীত পরিচালনা	...	সুবল দাশগুপ্ত
আলোক-চিত্র-শিল্পী	...	শৈলেন বসু
শব্দানুলেখ	...	সত্যেন ঘোষ ও শিশির চট্টো
সম্পাদনা	...	বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়
শিল্প-নির্দ্দেশ	...	বটু সেন
রসায়নাগারাধ্যক্ষ	...	ধীরেন দাসগুপ্ত
রূপ-সজ্জা	...	তিনকড়ি ও বসির
স্থির চিত্র-শিল্পী	...	গোপাল চক্রবর্ত্তী ও সত্য সান্যাল
নৃত্য-শিক্ষক	...	দীপ্তেন্দ্র কুমার

* *

পরিচালক
নবেন্দু সুন্দর

* *

সহকারী :—

পরিচালনায়	...	আশু চক্রবর্ত্তী ও বিজন চক্রবর্ত্তী
আলোক-চিত্র-শিল্পে	...	প্রভাত ঘোষ
রসায়নাগার শিল্পে	...	মথুরা ভট্টাচার্য্য
		দীনবন্ধু চাটার্জ্জি, শম্ভু সাহা, মঞ্জু।

* *

প্রযোজনা তত্ত্বাবধান	...	ফণী বর্ম্মণ
ব্যবস্থাপনায়	...	এ, কে, বেলারে

* * বিভূতি বন্দ্যো ও জ্যোৎস্না মুখোঃ

ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে গৃহীত

* *

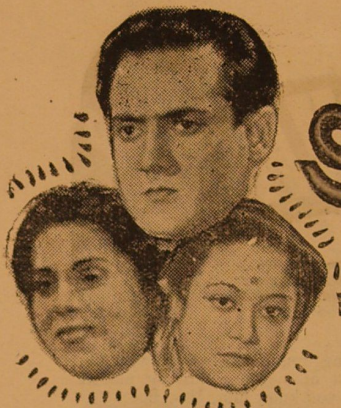

আলেয়া

কী-কে

মীনা	...	রমলা দেবী
ডাঃ রায়	...	ছবি বিশ্বাস
শেখর	...	প্রমোদ গাঙ্গুলী
চিত্রা	...	পূর্ণিমা
পিসিমা	...	প্রভা
লক্ষ্মী	...	অমিতা
সুশীল	...	বেচু সিংহ

* * *

অন্যান্য ভূমিকায়

বোকেন চট্টো, শ্যাম লাহা, তুলসী চক্রবর্ত্তী, ফণী রায়, নৃপতি চ্যাটার্জ্জি, কুমার মিত্র, দেবেন মিত্র, বেঞ্জামিন, দ্বিজেন ঘোষ, জ্যোৎকুমার, শান্তা, দীপ্তি, বেলা, মনোরমা, সুশীল, ইত্যাদি।

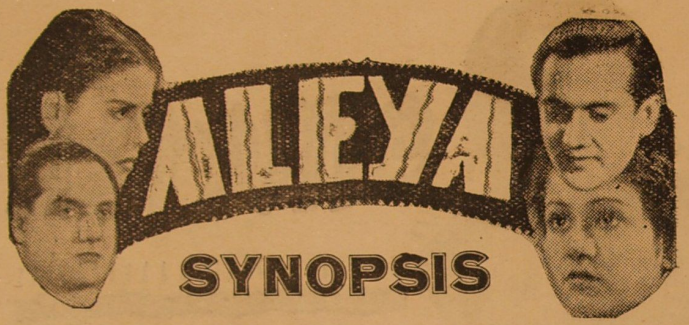

SYNOPSIS

At a mental hospital a lady visitor, going round the wards with the Superintendent Dr Roy, startles at the sight of a young lunatic named Sekhar. The doctor notices it and asks, "Do you know him, Mrs. Bose ?"

"Oh no !"—is the answer in a suppressed voice.

The Doctor continues, "You know, it is a case of love-bite—most pitiable and almost incurable without the sympathetic nursing of the girl he loves. And her name is Meena.

"It is a strange story. The accidental meeting of Sekhar and Meena at the death-bed of the latter's mother brought these two strange hearts very close when Meena was brought to Sekhar's house and lived there under his brotherly protection. But the clandestine hands of Cupid shook them by their hearts though they did their best to conceal their emotions from each other. Till at last the day came when Sekhar, being unaware of Meena's feelings, wanted to give her away in marriage, however much it might mean to him personally. At this Meena burst out and thinking herself a burden to Sekhar left the house in his absence, leaving behind a letter on her bed.

"Sekhar, being unable to stand this baleful shock, turned mad and was brought to this hospital for treatment. All attempts at remedying were foiled till at last a novel method of mental treatment of love by proxy was projected and followed."

* * * *

The Doctor has scored the victory with make-believe love-tricks but Chitra has nursed for Sekhars feelings of love.

"Well, Mrs. Bose", asks the Doctor with much regret, "can you tell me what will be the fate of Chitra when Sekhar will know and he must know that Chitra is not Meena ?"

So saying the Doctor gazes at his listener who is strangely moved with this narration.

The Doctor has many more things to say—but let the screen unfold these exciting events.

কাহিনী

ভালবাসা মানুষের প্রাণ—জীবনকে তা কখন হাসায়···কখন কাঁদায় ! কিন্তু যে-প্রেম জীবনের হাসি-কান্নাকেও ছাপিয়ে ওঠে, যার উন্মাদনায়—মানুষ নিজকে ফেলে হারিয়ে, সে-প্রেম কি প্রেমিকের চাইতেও বড় নয় ?··· সত্যিকারের ভালবাসা তবে কি !···

মানসিক চিকিৎসাগারের উন্মাদগ্রস্ত রোগীদের অবস্থা দেখ্‌লে মনে জাগে এমনিতরো কত কী !···সে যেন একটা রঙ্গমঞ্চ। নানারকমের পাগল···

নানা ভূমিকায় অভিনয় করে চলেছে। মনকে তারা হারিয়ে ফেলেছে—কোথায়··· কতদূরে! অদ্ভুত তাদের জীবন-যাত্রা। কেউবা সুখের কল্পনায় হাস্‌ছে···কেউ বা দুঃখের স্বপ্নে কাঁদছে!—এম্‌নি সব দৃশ্য দেখাতে দেখাতে চিকিৎসাগারের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ডাঃ রায় নবাগতা তরুণীকে নিয়ে অবশেষে একটি রোগীর কক্ষে উপস্থিত হ'তেই রোগীটি তরুণীকে দেখে হঠাৎ চম্‌কে উঠ্‌ল। ডাঃ রায় একটু অপ্রস্তুত হ'য়ে তরুণীকে নিয়ে বেরিয়ে এলেন, বললেন,—আপনি কি ওকে চেনেন, মিসেস্ বোস্? তরুণীটি সচকিতভাবে উত্তর দিলেন—কৈ না তো!

নিজের অফিস রুমে ব'সে ডাঃ রায় তার ডায়েরী বইয়ের পাতা উল্টাতে উল্টাতে বল্‌লেন,—শুন্‌বেন ওই রোগীটির জীবন-কাহিনী মিসেস্ বোস্,—সে অতি অদ্ভুত...অতি অদ্ভুত—শু'নুন তবে!—ব'লে পড়্‌তে সুরু করলেন।

সে খুব বেশী দিনের কথা নয়, শেখরনাথ নামে কোন ধনী যুবক একদিন রাত্রিকালে মোটর চালিয়ে আস্‌ছিল একাকী হঠাৎ তার কাণে ভেসে এল একটা করুণ আর্ত্তনাদ—মা—মাগো!

শেখর মোটর থামিয়ে চল্‌লো ছুটে.....

একটি বালিকা তার মাতার মৃতদেহের উপর প'ড়ে অনবরত কাঁদছে—মা—মাগো! অমন ক'রে চুপ ক'রে থেকো না মা!

হায় বালিকা বুঝি জানে না—কথা বলার শক্তি থাক্‌লে—কোন্ মা এমন ডাকেও সাড়া দেয় না!

শেখরকে দেখে বালিকা কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হ'ল বটে, কিন্তু তার ভয়-বিহ্বল করুণ দৃষ্টির সামনে শেখর বৃদ্ধার মৃত্যু-সংবাদ উচ্চারণ করতে পারলে না। সে তৎক্ষণাৎ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার বন্দোবস্ত করতে বেরিয়ে গেল।

এ সংসারে আপন জন বলতে মীনার একমাত্র মা-ই ছিলেন। দূর প্রবাসে চাকুরীস্থলে পিতা মারা যাবার পর তারা চলে আসে কলিকাতার অতি সন্নিকটে। এতদিন খেটেখুটে কোন প্রকারে মায়ে-ঝিয়ের দিন চলছিল। আজ সে মা-ও বিদায় নিলেন। শেখরের অনেক অনুনয় বিনয় সত্ত্বেও প্রতিবেশীদের মধ্যে কেউ আর পরের বোঝা মাথায় নিতে রাজি হ'ল না।—অগত্যা শেখরকেই মীনার সব ভার নিতে হ'ল।

সংসারে শেখরেরও বড় কেউ ছিল না। এক পিসিমা আর তার মেয়ে লক্ষ্মী। মীনাকে এনে পিসিমার হাতে তুলে দিলে—আর মীনার সব কিছুর ভার নিলে শেখর নিজে, তার শিক্ষা দীক্ষা নাচ গান.....

এইভাবে বালিকা মীনা হ'য়ে উঠেছে যুবতী, রূপে গুণে বিদ্যায় বুদ্ধিতে—সারা সহর জুড়ে তার নাম!

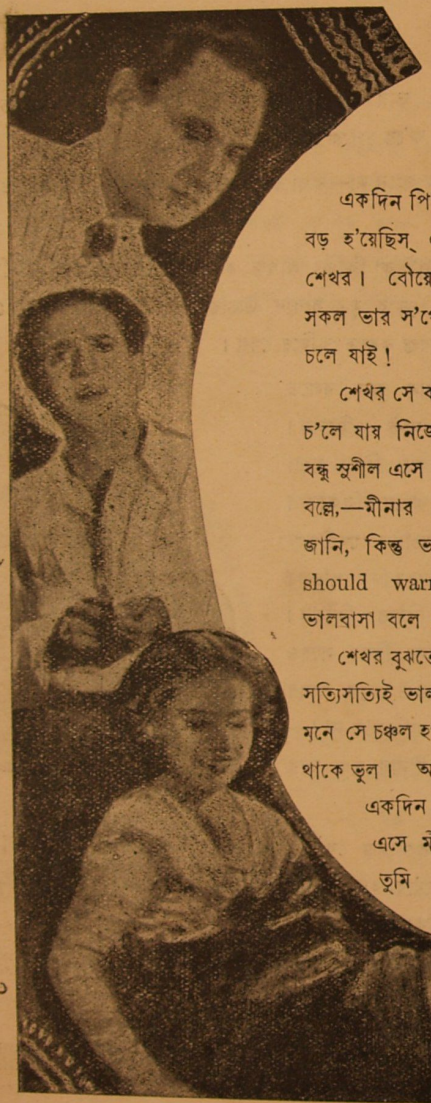

একদিন পিসিমা কথা পাড়লেন,—বড় হ'য়েছিস্ এখন ঘর সংসার কর শেখর। বৌয়ের হাতে এ সংসারের সকল ভার স'পে দিয়ে আমি তীর্থে চলে যাই!

শেখর সে কথায় আমল দেয় না—চ'লে যায় নিজের অফিসে! সেখানে বন্ধু সুশীল এসে একথা সে-কথার পর বল্লে,—মীনার ব্যাপার সবই আমি জানি, কিন্তু ভাই as a friend I should warn you, কৃতজ্ঞতাকে ভালবাসা বলে যেন ভুল ক'রো না।

শেখর বুঝতে পারে না মীনা তাকে সত্যিসত্যিই ভালবাসে কি না! মনে মনে সে চঞ্চল হ'য়ে ওঠে—কাজে হ'তে থাকে ভুল। অনেক ভেবে-চিন্তে সে একদিন আফিস থেকে বাড়ী এসে মীনাকে বল্লে,—মীনা! তুমি এখন বড় হয়েছ,

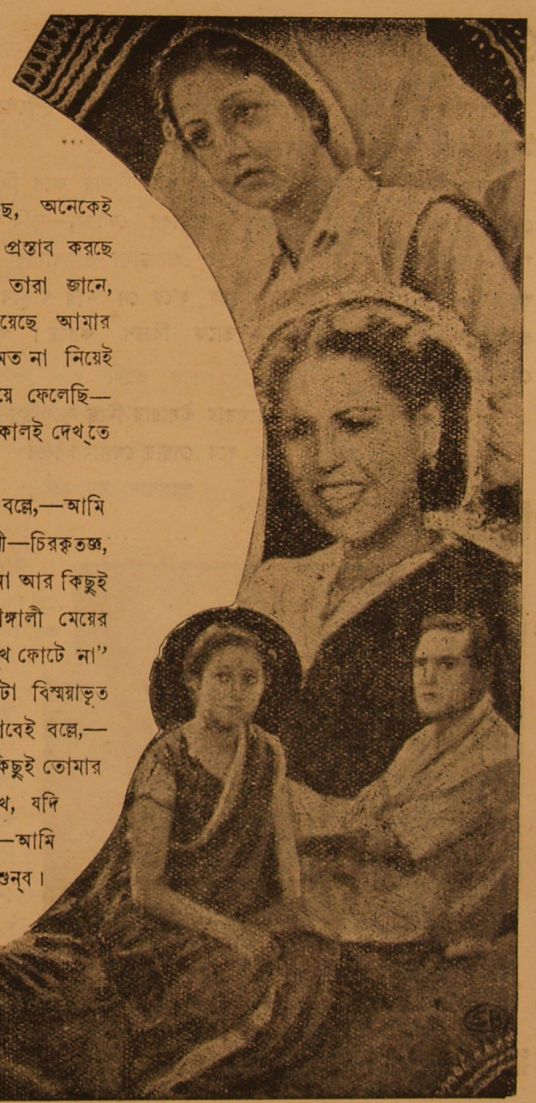

সোসাইটিতেও নাম করেছ, অনেকেই এখন তোমার বিবাহের প্রস্তাব করছে আমার কাছে—কেননা তারা জানে, তোমার সকল দায়িত্ব রয়েছে আমার উপর! আমি তোমার মত না নিয়েই কিন্তু একজনকে কথা দিয়ে ফেলেছি—তোমার উপযুক্ত পাত্র। কালই দেখ্‌তে আসবেন। তুমি—

মীনা বাধা দিয়ে শুধু বল্লে,—আমি তোমার কাছে চিরঋণী—চিরকৃতজ্ঞ, শেখরদা।—এর বেশী মীনা আর কিছুই বলতে পারলে না। বাঙ্গালী মেয়ের এই "বুক ফাঁটে তো মুখ ফোটে না" ভাবখানি শেখরকে খানিকটা বিস্ময়াভূত ক'রে তুল্‌লেও সে সহজ ভাবেই বল্লে,—মীনা, কৃতজ্ঞতা ছাড়া কি কিছুই তোমার নেই?...বেশ, ভেবে দেখ, যদি তোমার কোন অমত থাকে—আমি অফিস থেকে ফিরে এসে শুন্‌ব।

শেখর অফিসে চলে যায়!·····কৃতজ্ঞতা—কৃতজ্ঞতা!—সুশীলের কথাই তা হ'লে ঠিক! মীনা কি তবে ভালবাসে না—শুধু কৃতজ্ঞতা বশেই···

আর মীনা,—সে ভাবে, যদি পরের ঘরে বিদায় করে দিতে চাও—তবে পথ থেকে কুড়িয়ে এনেছিলে কেন? পাথরের দেবতা,—তুমি শুধু দয়া করতেই পার—ভালবাসতে পারো না! তার প্রাণঢালা ভালবাসার বদলে পেলে কিনা শুধু দয়া—আর কিছু নয়! না, গলগ্রহ হ'য়ে সে আর থাকবে না শেখরের এই প্রাসাদে—এর প্রতিটি ইট যেন তাকে বিদ্রূপ করছে। পথ দিয়ে তখন কে গেয়ে চলেছে,·····

আলেয়ার ইসারায় মিছে ভুলেছিনু হায়
কি হবে সেথায় খেলাঘর বেঁধে
ভালবাসা যেথা নাই।

··· ··· ···

মীনা ভাবলে,—সত্যিই তো! এ যে তারই মনের কথা। তবে আর না—

অফিস থেকে ফিরে এসে শেখর মীনাকে ডেকে কোন সাড়া পেলে না। পিসিমা বল্লেন,—সুশীল এসেছিল, হয়ত তারই সাথে কোথাও বেরিয়েছে। কি যেন ওর হ'য়েছে আজ! মিছিমিছি হঠাৎ আমার পায়ের ধুলো নিয়ে বল্লে—পিসিমা, যদি আমার জন্য কোনদিন দুঃখ পাও—আমাকে তুমি ক্ষমা করো।

সুশীলের কথা শুনে শেখরের মনটা গেল দমে! ক্রমে রাত দুটো বেজে গেল। কেউ ফিরে এল না। শেখরের মনের চঞ্চলতা ক্রমে বেড়েই চল্‌লো। মীনার ঘরে গিয়ে দেখলে বিছানার ওপর পড়ে আছে একখানা চিঠি! তাতে লেখা—যে পথ থেকে কুড়িয়ে এনেছিলে সে পথেই চল্লুম—অপরাধ ক্ষমা কোরো—আমায় ভুলে যেও। ইতি—মীনা।

মীনা—সুশীল—! শেখর আর সইতে পারল না! অকস্মাৎ আঘাতে মনের উত্তেজনা ক্রমে ক্রমে বেড়ে গেল। উন্মাদপ্রায় হয়ে সে মীনার সন্ধানে বেরিয়ে এল পথে!

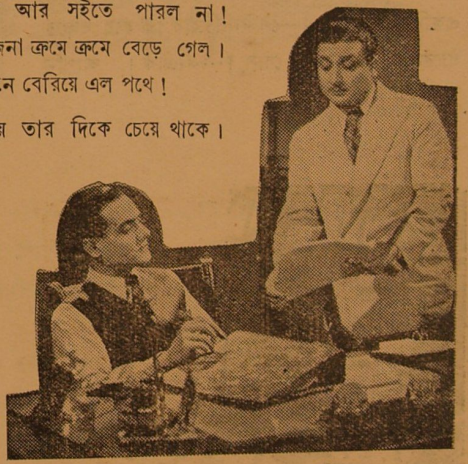

পথের লোক অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে থাকে। উন্মত্ত শেখর পথ বেয়ে চলে—যাকে দেখে তাকেই ডাকে—মীনা!

তারা ভাবে,—পাগল।···

* * * *

এই অবস্থায় তাকে আনা হয় এই মানসিক চিকিৎসাগারে!—যা কিছু চিকিৎসার বিধান—একে একে সবই করা হ'ল, কিন্তু কিছুতেই তার ব্যাধির উপশম হল না। তারপর এক অভিনব উপায়ে পাগল শেখরের চিকিৎসা হ'ল সুরু। যে মীনার জন্য শেখর হয়েছে উন্মাদ—তাকে পেলে আর কোন কথা ছিল না—কিন্তু কোথায় সে মীনা? তাই—চিত্রা বলে একটি মেয়েকে 'মীনা' সাজিয়ে শেখরের পরিচর্য্যার জন্য নিযুক্ত করা হ'ল। কিন্তু

চিত্রার কুমারী মন,—একদিকে কর্ত্তব্যনিষ্ঠা অন্য দিকে সেবাশুশ্রূষার ভেতর দিয়ে সেও শেখরকে ভালবেসে ফেলেছে। প্রেমের আগুনে বুঝি সেও পুড়ে মরছে।

অতঃপর ডাঃ রায় মুখ তুলে বল্‌লেন,—এই ভাবে শেখর আজ সুস্থ হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু যেদিন শেখর জান্‌বে,—চিত্রা মীনা নয়—আর একদিন সে জানবেও—সেদিন চিত্রার কি হবে বলতে পারেন, মিসেস বোস্‌?.....একি! আপনি কাঁদছেন?...

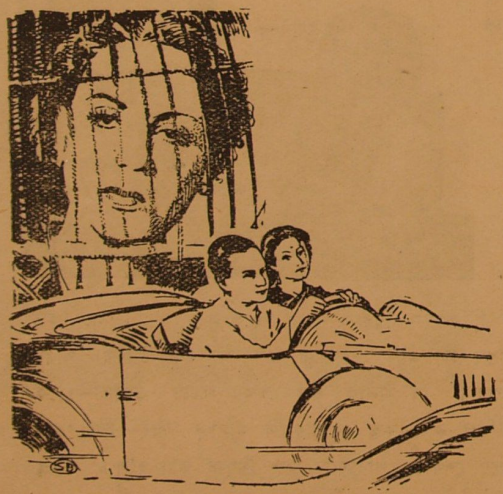

ডাক্তারের মুখে রোগীর অদ্ভুত জীবনকাহিনী শুনে তরুণীটি কাঁদ্‌তে লাগল।...

এ কান্নার শেষ কোথায়? .....রূপালী পর্দ্দার বুকে প্রতিফলিত "আলেয়া" ছ বি তে পাওয়া যাবে এর জবাব। তারপর নিজেই বিচার করুণ যে সত্যিকারের ভালবাসা তবে কি?—

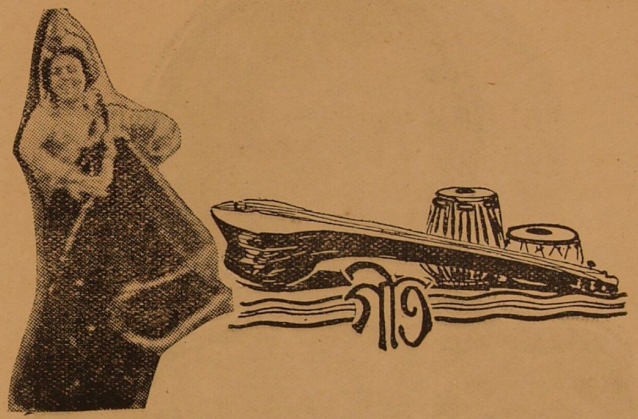

(১)

মাটির এ খেলাঘরে
ভালোবাসা দিয়ে কেউ
কেউ আশা নিয়ে জাগেরে

* * *

মধুর ভুবনে কার
দুয়ার হ'তে কার
কেউ মালা গাঁথে গোপনে

* * *

কার আকাশে জাগে
দীপ নেভা কার ঘরে
কেউ হারাণো প্রেম পেলরে

কেউ হাসে কেউ কাঁদে
বালুচরে বাসা বাঁধে।
কার আশা ফুরালো।

* * *

ফুল ফোটে পাখী গায়
বসন্ত বিদায় চায়
কেউ ফুল ঝরালো।

* * *

মিলন চাঁদের তিথি,
কাঁদে অতীত স্মৃতি,—
কেউ পেয়ে হারালো।

—পাগল।

২। ফাগুন বনে জ্বালি রূপের শিখা,
বাসন্তিকা আমি বাসন্তিকা।
(আমি) মল্লিকা মালতীর ঘুম ভাঙ্গাই
অনুরাগে গোলাপের মন রাঙাই।
রুমঝুম্ রুমঝুম্ আমি নাচিরে,
ছড়াই হাসির যুঁই কণিকা—
বাসন্তিকা আমি বাসন্তিকা।
স্বপ্নলোকের আমি মায়াপরী গো,
আলেয়ার মত আমি রূপ ধরি গো,—
ভালোবাসি তবু দিই না ধরা
চকিতে মিলাই আমি ক্ষণিকা—
বাসন্তিকা আমি বাসন্তিকা।

—মীনা।

৩। স্বপ্নে আমায় কে পরালো মালা
বল সে কি তুমি।
কে ফাগুন হ'য়ে রাঙিয়ে দিল গো—
(মোর) মনের বনভূমি।
স্বপ্নে আমায় কে পরালো মালা
বল সে কি তুমি।
আমার নয়ন তোমার নয়ন মাঝে
মনের কথা খোঁজে,
হৃদয়ে মোর যে গানখানি বাজে
তোমার হৃদয় কি তা বোঝে!
কি আছে গো বনফুলের প্রাণে
চাঁদ যে তাহা মনে মনেই জানে
দু'টি হিয়া শুধায় তবু শুধায় দু'জনারে
বল সে কি তুমি।

—মীনা, শেখর ও লক্ষ্মী।

৪। যাই তবে চলে যাই
চোখে যদি আসে জল
তাই গোপনে বিদায় চাই।
আলেয়ার ইসারায়
মিছে ভুলেছিনু হায়
কি হ'বে সেথায় খেলাঘর বেঁধে
ভালোবাসা যেথা নাই।
বনের পাখীরে বাঁধিয়া রেখো না আর
(যদি) প্রাণের পরশ নাই দিতে পার
খুলে দিও তবে দ্বার।
এর চেয়ে ভালো অসীম আকাশ
বিদায় নিলাম তাই।
যাই তবে চলে যাই।

—পথিক।

৫। আমার গানে হৃদয় তোমার
জাগ্‌লো কি ?
তোমার চোখে আমার স্বপন
লাগ্‌লো কি ?
(মোর) মনের মুকুল তোমার লাগি' মুঞ্জরে,
গানের ভ্রমর তোমায় ঘিরে গুঞ্জরে,
(মোর) অনুরাগে তোমার আকাশ
রাঙলো কি আজ রাঙলো কি ?
সাধ জাগে আজ এই ধরণীর
ফুল্‌বনে—
সারা জীবন স্বপ্ন দেখি দুইজনে।
তোমায় আমায় হোক্‌না মিলন অনন্ত
মোদের ঘিরে থাক্‌না চির বসন্ত,
(মোর) মনের কথা তোমার হিয়া
জান্‌লো কি আজ জান্‌লো কি ?
—চিত্রা ও শেখর।

৬। জানি জানি হে বিরহী
তুমি যারে চাও, সে ত' আমি নহি।
তোমার ভুবন মাঝে
(যার) স্মৃতির বাঁশরী বাজে
(আমি) নিজের কথাটী লুকায়ে
(শুধু) তারই কথা কহি
সে ত' আমি নহি।
(আজ) আমারে পেয়েছ তুমি
(প্রিয়) তোমারে ত' পাইনি আমি
মিলনের বাসর ঘরে তাই কাঁদি দিন-যামী
(জানি) আমার প্রেমের মঞ্জরী
গোপনেই যাবে ঝরি ;
(তবু) তোমার ভুবনে দিতে আলো
আমি দীপ হ'য়ে নিজেরে দহি। —চিত্রা।

A GREAT SEVEN-STAR ARRAY FOR A SAGA OF RURAL INDIA

D. M. PANCHOLI Hits Again

ZAMINDAR

Starring

M. ESMAIL - SHANTA APTE
MANORMA AKHTRI
GULAM MOHD-AJMAL
NARANG DURGA MOTA
ANWARI

Directed by **MOTI B. GIDWANI**
Music by **GULAM HAIDER**
Screen Play by **S. IMTIAZ ALI "TAJ"**

Edited and Published by S. K. Das for New Century Productions, Calcutta.
Printed by New Halftone Company 1, British Indian Street, Calcutta.